

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 | বর্ষ ১ ◆ শিলচর, রবিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ২২ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-27 | 8 November 2026 ◆ Sunday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

ছুটি

দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষে আগামী ৯ নভেম্বর, ২০২৬ সোমবার কে আর সি টাইমস-এর সমস্ত দাপ্তরিক ও সম্পাদকীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। ১০ নভেম্বর থেকে যথারীতি সমস্ত কার্যক্রম পুনরায় শুরু হবে।

এই সাময়িক বিরতির জন্য আমরা পাঠক, শুভানুধ্যায়ী, বিজ্ঞাপনদাতা ও সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি। সকলকে দীপাবলি ও কালীপুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সম্পাদক

কে আর সি টাইমস

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।

সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



কালীপুজো-দীপাবলিতে শিলচরে উৎসবের আমেজ

রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্তই বাজি পোড়ানোর অনুমতি; হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩০০ মিটারের মধ্যে নিষেধাজ্ঞা

শিলচর : কালীপুজো ও দীপাবলিকে ঘিরে শিলচর-সহ কাছাড় জেলায় উৎসবের প্রস্তুতি তুঙ্গে। শহরের ফটকবাজার, গোপালগঞ্জ, জানিগঞ্জ, হাসপাতাল রোড, তারাপুর ও মেহেরপুরে কেনাকাটার ভিড় বাড়ছে। মাটির প্রদীপ, আলোকসজ্জার সামগ্রী, পুজোর উপকরণ ও বাজির দোকানে ক্রেতাদের আনাগোনা চোখে পড়ছে। তবে উৎসবের আনন্দের পাশাপাশি পরিবেশ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে কঠোর বিধিনিষেধের কথা জানিয়েছে অসম দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ।

বাজারের বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী বাজির দোকান খুলেছে। ফুলঝুরি, চরকি ও রকেট-সহ নানা বাজি কিনতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আসছেন অনেকে। ব্যবসায়ীদের আশা, উৎসবের আগে বিক্রি আরও বাড়বে। এদিকে, কাটিগড়ার



শ্যামানন্দ আশ্রম রোডের ভাই ভাই ক্লাবের প্রতিমা।

গণেশের স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একটি কালীপুজোর মণ্ডপ উদ্বোধন হয়েছে শনিবার। উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচরের সম্পাদক স্বামী গণধীশানন্দ।

অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ ও সুস্মিতা দেব, শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য এবং বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশ অনুযায়ী, কেবল অনুমোদিত পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি ও পোড়ানো যাবে। দীপাবলির রাতে রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত বাজি পোড়ানো যাবে। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও ধর্মীয় স্থানের ৩০০ মিটারের মধ্যে বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ। নিয়ম ভাঙলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে।

জেলাশাসক রাহুল কুমার গুপ্ত জানিয়েছেন, নজরদারিতে ম্যাজিস্ট্রেট মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উৎসব পালনে নাগরিকদের সহযোগিতা চেয়েছে প্রশাসন। এতে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি শিশু ও প্রবীণরাও স্বস্তিতে থাকবেন।

রঙ্গিয়া-শিলচর এক্সপ্রেসে আগুন, আতঙ্কে যাত্রীরা

ল্যাংটিং : রঙ্গিয়া-শিলচর এক্সপ্রেসের এস৫ কামরার পিছনের চাকার কাছে রবিবার আগুন দেখা যায়। খবর পেয়ে ট্রেনকর্মীরা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলেন। প্রাথমিকভাবে অ্যাক্সেল অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণেই আগুন লাগে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনায় কোনও যাত্রী আহত হননি। ট্রেনের সব যাত্রী নিরাপদে রয়েছেন।

১৪ নভেম্বর থেকে উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার ফর্ম পূরণ, শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর

গুয়াহাটি : ২০২৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি শুরু করে দিল অসম রাজ্য স্কুল শিক্ষা পর্ষদ (এএসএসইবি)। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে পরীক্ষার ফর্ম পূরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। অনলাইনে এই আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৫ ডিসেম্বর। পর্ষদের জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এই সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পরীক্ষায় বসতে ইচ্ছুক যোগ্য পড়ুয়াদের নির্ধারিত অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই ফর্ম পূরণ ও প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



এদিকে, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ ছাড়ের ঘোষণা করেছে পর্ষদ। যে সব পরিবারের বার্ষিক আয় ৪ লক্ষ টাকা বা তার কম, সেই পরিবারের পড়ুয়াদের পরীক্ষার ফর্ম পূরণের ফি দিতে হবে না। অর্থাৎ, এই সমস্ত পড়ুয়া সম্পূর্ণ ফি মকুবের সুবিধা পাবেন। ফর্ম পূরণের সময়সূচি এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা-সহ বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে পর্ষদ। পরীক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

মণিপুরে অশান্তির আবহে দীপাবলিতে বাজি নিষিদ্ধ একাধিক জেলায়, কড়া নির্দেশ প্রশাসনের

ইম্ফল : অশান্ত মণিপুরে দীপাবলির আগে বাজি বিক্রি ও পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য সরকার। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে একাধিক জেলায় এই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। একই সঙ্গে সেনাপতি জেলায় পৃথকভাবে বাজি নিষিদ্ধ করেছে নাগা জনগোষ্ঠীর শীর্ষ সামাজিক সংগঠন নাগা পিপলস অর্গানাইজেশন (এনপিও)।

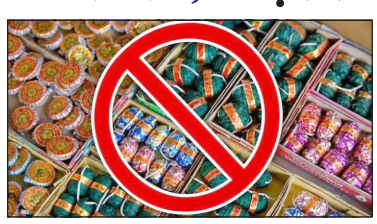

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার ২০২৩ সালের ১৬৩(২) ধারায় ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনটি জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অন্যদিকে, সেনাপতি জেলার সর্বত্র একই ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করেছে নাগা পিপলস অর্গানাইজেশন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আসন্ন দীপাবলিকে কেন্দ্র করে বাজি রাখা বা বিক্রির জন্য কোনও অস্থায়ী লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। ফলে অনুমতি ছাড়া বাজি মজুত কিংবা বিক্রি করলে তা বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪-র লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। নিয়ম ভাঙলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

নাগা সংগঠনের তরফেও জানানো হয়েছে, তাদের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে প্রথাগত আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দায়বদ্ধ করা হবে। শান্তি ও জননিরাপত্তা বজায় রাখতে বাসিন্দা, ব্যবসায়ী এবং দোকানদারদের প্রশাসনিক নির্দেশ মেনে চলার আবেদন জানিয়েছে সংগঠনটি। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, দীর্ঘদিনের সংঘাত ও অস্থিরতার মধ্যে পাহাড়ি জেলাগুলিতে বাজির শব্দ থেকে আতঙ্ক ছড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। সেই সম্ভাবনা এড়াতেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

দীপাবলি ও কালীপুজোয় মদের দোকান বন্ধের নির্দেশ প্রত্যাহার কাছাড়ে

৮ ও ৯ নভেম্বর খোলা থাকবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান

শিলচর : দীপাবলি ও কালীপুজো উপলক্ষে কাছাড় জেলায় লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান ও অন্যান্য আবগারি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার আগের নির্দেশ প্রত্যাহার করল জেলা প্রশাসন। ফলে ৮ ও ৯ নভেম্বর জেলার সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদ উৎপাদন, পাইকারি ও খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

৮ নভেম্বর জারি করা এক নতুন নির্দেশে কাছাড়ের জেলাশাসক রাহুল কুমার গুপ্ত জানান, ৭ নভেম্বর জারি করা আগের দফতরীয় নির্দেশটি অবিলম্বে বাতিল ও প্রত্যাহার করা হচ্ছে। নতুন নির্দেশ কার্যকর হওয়ার ফলে ওই দু'দিন মদের দোকান বন্ধ রাখার বিধিনিষেধ আর বলবৎ থাকছে না। প্রশাসনের নির্দেশ অনুযায়ী, জেলার অধীন সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত দেশি ও বিদেশি মদ উৎপাদন কেন্দ্র, পাইকারি গুদাম এবং খুচরো বিক্রয়কেন্দ্র; আইএমএফএল ও কান্ট্রি স্পিরিটের দোকান-সহ; ৮ ও ৯ নভেম্বর চালু রাখা যাবে।

তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিজ নিজ লাইসেন্সের শর্ত এবং প্রচলিত আবগারি আইন ও বিধি মেনেই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে।

জনস্বার্থে এই সংশোধিত নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে আঞ্চলিক তথ্য ও জনসংযোগ দফতর, বরাক উপত্যকা জোনের শিলচর কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।



কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

রবিবার, ২২ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৮ নভেম্বর, ২০২৬ ইংরেজি

তন্ত্রসাধনার নামে অপরাধ : কল্পনা ও কুসংস্কারের বিপজ্জনক সীমারেখা

রহস্য-রোমাঞ্চের বাজারে তন্ত্র, বলি, কালাজাদু ও অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সাহিত্যকে অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না, কিন্তু কুসংস্কারকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রবণতা কতটা নিরীহ? বিনোদনের স্বাধীনতার পাশাপাশি লেখক, প্রকাশক ও ডিজিটাল মাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা জরুরি।

কোনও গল্প পড়ে কেউ অপরাধী হয়ে ওঠেন, এমন সিদ্ধান্ত প্রমাণ ছাড়া টানা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের সামাজিক প্রভাব একেবারেই নেই, এমন দাবি বাস্তবসম্মত নয়। তন্ত্রসাধনা, নরবলি কিংবা অলৌকিক শক্তি অর্জনের নামে নৃশংসতার কাহিনি যখন জনপ্রিয় বিনোদনের উপাদান হয়ে উঠছে, তখন ভাবা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কয়েকটি অপরাধ এই বিতর্ক তুলেছে। গলসিতে ১৮ বছরের এক যুবককে খুনের ঘটনায় মিলন নাইয়া ওরফে মিলন সাধুর গ্রেপ্তারি এবং মৃতের পরিবারের তরফে তন্ত্রসাধনার উদ্দেশ্যে বলি দেওয়ার অভিযোগ সামনে এসেছে। বাঁকুড়ার সোনামুখীতে বাবা ও স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তের তন্ত্রসাধনায় আগ্রহ ও তান্ত্রিকের যাতায়াতের কথা স্থানীয়রা বলেছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে স্ত্রীকে খুনের পর তাঁর কাটা মুন্ডু নিয়ে মন্দিরের সামনে বসে থাকার অভিযোগে রিন্টু গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে অপরাধের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার যোগ তদন্তসাপেক্ষ; অভিযোগ চূড়ান্ত সত্য নয়।

প্রশ্ন হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং শিক্ষার প্রসার সত্ত্বেও কেন একাংশের মানুষ অলৌকিক ক্ষমতার সন্ধানে বিপজ্জনক বিশ্বাসের আশ্রয় নিচ্ছেন? সামাজিক অনিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক হতাশা, ভয় ও অসহায়তাকে পুঁজি করে প্রতারণার যে জগৎ গড়ে উঠেছে, তারও ভূমিকা রয়েছে। সংকটে সহজ সমাধানের প্রতিশ্রুতি মানুষকে বিপথে চালিত করতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে ভূত, প্রেত, অশরীরী ও তন্ত্রসাধনাকে ঘিরে লেখালেখির দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে। কোনও লেখক তন্ত্র নিয়ে উপন্যাস লিখবেন, ভূতের গল্প রচনা করবেন কিংবা অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে থ্রিলার তৈরি করবেন, তাতে আপত্তির কারণ নেই। সমস্যা তৈরি হয় তখনই, যখন কল্পনা ও বাস্তবের সীমারেখা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট করা হয়। বলির মাধ্যমে সাফল্য, তন্ত্রের সাহায্যে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ কিংবা বিশেষ আচার করে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের ধারণা বাস্তব পদ্ধতি হিসেবে পরিবেশিত হলে বিভ্রান্তি বাড়ে।

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এই প্রবণতাকে আরও বিস্তৃত করেছে। অডিও স্টোরি, পডকাস্ট, ওয়েব সিরিজ ও সামাজিক মাধ্যমে ভয়াবহ আচার, নিষিদ্ধ বিদ্যা এবং কালাজাদুর কাহিনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। ভয়, রক্তাক্ততা ও চমককে বিপণনের উপকরণ করা হচ্ছে। যত বেশি ভয়, তত বেশি কৌতূহল;এই বাণিজ্যিক সমীকরণে বিষয়বস্তুর সামাজিক অভিঘাত কতটা বিবেচিত হচ্ছে?

অতিপ্রাকৃতকে সাহিত্যের বিষয় করা আর তাকে বাস্তবে অনুসরণযোগ্য সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এক নয়। এই পার্থক্য বজায় রাখা দরকার।

সিনেমা, ধারাবাহিক কিংবা অনলাইন কাহিনিতে কোনও ধারণা বারবার ফিরে এলে তা মানুষের সাংস্কৃতিক কল্পনায় জায়গা করে নিতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে দর্শক বা পাঠক সেই ধারণা অনুসরণ করবেন; বরং উপস্থাপনার ধরন, প্রেক্ষিত এবং দর্শকের পূর্ববিশ্বাসের ভূমিকা আলাদা করে বিচার করা প্রয়োজন। কল্পকাহিনিতে সতর্কীকরণ চাপিয়ে দেওয়ার কথা নয়, তবে প্রচারের ভাষায় মিথ্যা দাবি বা প্রতারণাকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া চলতে পারে না। এই দায়িত্ব পালনে সংবাদমাধ্যমেরও সংযম, তথ্যনিষ্ঠা ও প্রমাণভিত্তিক ব্যাখ্যামূলক ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

পাঠকের কৌতূহলকে কাজে লাগানো আর তাঁর অন্ধবিশ্বাসকে উসকে দেওয়া এক বিষয় নয়। লেখকের সৃজনস্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকা উচিত; কিন্তু স্বাধীনতার অর্থ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে অব্যাহতি নয়। প্রকাশক ও ডিজিটাল মাধ্যমেরও দায়িত্ব রয়েছে;কল্পকাহিনিকে বাস্তবের গোপন বিদ্যা বা কার্যকর আচার হিসেবে প্রচার না করা। তান্ত্রিকের নামে প্রতারণা, অলৌকিক ক্ষমতার দাবি এবং বলির নামে অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।

অপরাধের কারণ অনুসন্ধানে প্রমাণ, তদন্ত এবং অপরাধীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রেক্ষাপটই মুখ্য। কোনও বই বা অডিও কাহিনিকে দায়ী করে প্রকৃত সমস্যাকে আড়াল করা যাবে না। কিন্তু কুসংস্কার যখন বিনোদনের মোড়কে বাজারজাত হয় এবং মানুষের অসহায়তা পুঁজি করে অলৌকিকতার ব্যবসা চলে, তখন প্রশ্ন তোলাও জরুরি। সাহিত্য মানুষকে অজানার মুখোমুখি দাঁড় করাক, প্রশ্ন করতে শেখাক; অন্ধবিশ্বাসের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। রহস্যের সাহিত্য রহস্যময় থাকুক, কিন্তু কুসংস্কার যেন বাস্তবের অপরাধকে বৈধতা দেওয়ার হাতিয়ার না হয়ে ওঠে।

জীবনের শততম বছরে লালকৃষ্ণ আডবাণী, দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার স্মৃতিচারণে প্রধানমন্ত্রী মোদি

প্রদীপ দেশমুখ্য

জীবনের শততম বছরে পদার্পণ করলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা ও ভারতরত্ন লালকৃষ্ণ আডবাণী। দেশভাগের অভিঘাত থেকে শুরু করে জনসংঘের সাংগঠনিক বিস্তার, বিজেপির উত্থান, জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন;স্বাধীন ভারতের রাজনীতির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন। আডবাণীর এই বিশেষ জন্মদিনে তাঁর রাজনৈতিক অবদান, সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার নানা দিক স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

একটি নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, আধুনিক ভারতের ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী এবং অংশীদার হয়েছেন আডবাণী। তাঁর জন্মদিন এ বছর দীপাবলির সঙ্গে মিলে যাওয়াকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন মোদি। একই সঙ্গে জনসংঘের প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন তিনি।

১৯২৭ সালের ৮ নভেম্বর অবিভক্ত ভারতের করাচিতে জন্ম আডবাণীর। দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে জন্মভূমি ছেড়ে ভারতে চলে আসতে হয় তাঁকে। পরিচিত পরিবেশ, শিকড় ও অতীত ছেড়ে নতুন করে জীবন শুরু করার সেই অভিজ্ঞতা তাঁর ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করেন মোদি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও হতাশা বা তিক্ততাকে প্রশ্রয় না দিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর মানসিকতা পরবর্তী সময়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে রাজস্থানের বিভিন্ন এলাকায় কাজের মধ্য দিয়ে আডবাণীর সাংগঠনিক জীবনের সূচনা। পরে দিল্লিতে এসে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করেন তিনি। কয়েক দশক ধরে দুই নেতার পারস্পরিক সহযোগিতা ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। মোদির মতে, দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বাজপেয়ী ও আডবাণী যেভাবে একসঙ্গে কাজ করেছেন, তা বিরল।

জনসংঘকে শক্তিশালী করা এবং পরবর্তী সময়ে বিজেপিকে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আডবাণীর ভূমিকার কথাও স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির সভাপতি হিসেবে তাঁর বিভিন্ন মেয়াদে দলের সাংগঠনিক ও নির্বাচনী বিস্তার ঘটে। ১৯৮৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসে। অন্যদিকে, ১৯৯৬ সালে প্রথমবার লোকসভায় একক বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বিজেপি। এই রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে আডবাণীর সাংগঠনিক অবদানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন মোদি।

আডবাণীর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী;আদর্শগত স্বচ্ছতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণক্ষমতা। তাঁর বক্তৃতা, লেখালেখি, সংসদীয় বক্তব্য এবং জনসংঘ ও বিজেপির নীতিগত প্রস্তাব তৈরিতে তাঁর ভূমিকার কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। ভারতীয় রাজনীতিতে তথাকথিত ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে আডবাণীর অবস্থানও মোদির নিবন্ধে বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

১৯৬৭ সালে দিল্লি মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন আডবাণী। ১৯৭০ সালে শুরু হয় তাঁর সংসদীয় জীবন। পরবর্তী সময়ে লোকসভা ও রাজ্যসভা;উভয় কক্ষেই বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। বিরোধী আসন থেকে শুরু করে সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন; প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সংসদীয় ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছিল বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

আডবাণীর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম নির্ণায়ক অধ্যায় ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা। গণতান্ত্রিক অধিকার ও সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষে আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। জরুরি অবস্থার সময় কারাবাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরবর্তী সময়ে লেখেন A Prisonerós Scrapé Book। বইটির 'A Tale of Two Emergencies' শীর্ষক অংশে ১৯৭৫ সালের ভারতের পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৩৩ সালের নাৎসি জার্মানির ঘটনাবলির তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন তিনি।

১৯৭৭ সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব পান আডবাণী। পরবর্তী সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন তিনি। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর কাজের পরিবেশ উন্নত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন মোদি। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার পক্ষেও আডবাণী সরব ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তবে আডবাণীর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনাগুলির অন্যতম ১৯৯০ সালের সোমনাথ-অযোধ্যা রথযাত্রা। রামমন্দির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই যাত্রা দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিজেপির জাতীয় রাজনীতিতে উত্থানের ক্ষেত্রেও এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, রথযাত্রার পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্ত থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ যাত্রাপথে আডবাণীর শারীরিক সক্ষমতা, ধৈর্য ও সাংগঠনিক নিষ্ঠার কথাও স্মরণ করেছেন মোদি।

বিহারে রথযাত্রা চলাকালীন আডবাণীর গ্রেপ্তারি এবং পরবর্তী সময়ে গুজরাটে চিমনভাই পটেল সরকারের উপর থেকে বিজেপির সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনাও প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে। রামমন্দিরের প্রশ্নে দলের আদর্শগত অবস্থান থেকে সরে না আসার বার্তা হিসেবেই সেই সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। বহু বছর পর অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন মোদি।

রাজনীতির বাইরেও আডবাণীর ব্যক্তিগত জীবনযাপন ও আগ্রহের নানা দিক তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। সরল জীবনযাপন, সততা, নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ার অভ্যাস এবং ইতিহাসের প্রতি গভীর আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন তিনি। সাহিত্য ও ইতিহাসচর্চার পাশাপাশি সিনেমা ও নাটকের প্রতিও আডবাণীর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। নিজের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা My Country My Life বইটিও তাঁর ইতিহাসচেতনার পরিচয় বহন করে।

সিন্ধি সংস্কৃতির সঙ্গে আডবাণীর নিবিড় সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেছেন মোদি। লেহের কাছে সিন্ধু দর্শন পূজার জনপ্রিয়তা বাড়ানোর উদ্যোগে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে তিনিও একবার ওই অনুষ্ঠানে আডবাণীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

আডবাণীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁর স্ত্রী কমলা আডবাণীর অবদানের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। জনজীবনের দীর্ঘ পথচলায় তিনি আডবাণীর নিরন্তর শক্তি ও সমর্থনের উৎস ছিলেন বলে জানিয়েছেন মোদি।

২০২৪ সালে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারতরত্নে ভূষিত হন লালকৃষ্ণ আডবাণী। করাচিতে বেড়ে ওঠা এক তরুণের জীবন যে একদিন স্বাধীন ভারতের রাজনীতির এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে, তা হয়তো তাঁর নিজেরও কল্পনার বাইরে ছিল। শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রবীণ এই নেতার সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জীবনযাত্রা আগামী প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

উত্তর-পূর্বের আট রাজ্যে ৭৯.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ এনইসি-র

মেঘালয় সর্বাধিক ২৬.৫৬ কোটি, অসমের ভাগে ১৪.৭৯ কোটি

গুয়াহাটি : উত্তর-পূর্ব ভারতের আট রাজ্যে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ২০২৬ সালের অক্টোবর মাসে মোট ৭৯.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে নর্থ ইস্টার্ন কাউন্সিল (এনইসি)। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন সংস্থাটি সড়ক যোগাযোগ, গ্রামীণ পরিকাঠামো, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, গবেষণা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে এই অর্থ দিয়েছে। এনইসি-র নিজস্ব প্রকল্পের পাশাপাশি নর্থ ইস্ট স্পেশাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট স্কিমের (নেসিডস-রোডস) অধীনেও বরাদ্দ করা হয়েছে অর্থ।

অক্টোবরের বরাদ্দে সর্বাধিক ২৬.৫৬ কোটি টাকা পেয়েছে মেঘালয়। এর মধ্যে ৪৬.০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ চকপট-খারুকোল সড়ক পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণে অর্থ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে ৭৮টি গ্রামের ১৫ হাজারেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা। শিলঙে বহুমুখী প্রশিক্ষণ ও সম্পদকেন্দ্র গড়তেও সহায়তা মিলেছে।

সিকিম পেয়েছে ১৫.৫১ কোটি টাকা। জৈব কৃষির প্রসার এবং পাকিয়ং, সোরেং, মাঙ্গান ও গ্যালশিংয়ের জেলা পশু চিকিৎসা হাসপাতালগুলিকে আধুনিক পলিক্লিনিকে উন্নীত করতে এই অর্থ ব্যয় হবে।

অসমের জন্য বরাদ্দ ১৪.৭৯ কোটি টাকা। মণ্ডলদৈ-মাজিকুচি ও বগামাটি-উমানন্দা সড়ক যোগাযোগের উন্নয়ন, উদালগুড়িতে আরসিসি সেতু এবং পাঠশালার পাটাচারকুচিতে দৈনিক ২০ হাজার লিটার ক্ষমতার দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র নির্মাণে অর্থ দেওয়া হয়েছে। লখিমপুরের দেওরি তাঁতশিল্পীদের সহায়তা এবং হাইলাকান্দিতে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধের উন্নয়নও এই তালিকায় রয়েছে।

অরুণাচল প্রদেশ পেয়েছে ১১.১৮ কোটি টাকা। ক্রা দাদি জেলার রিয়াগা-সাঙ্গো এবং আনিনির আমুলি-আথুনি সড়ক প্রকল্পের পাশাপাশি কামকির দোনি পোলো সরকারি কলেজে ছাত্রীনিবাস নির্মাণে অর্থ বরাদ্দ হয়েছে। নাগাল্যান্ডের জন্য ৭.৯৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে সড়ক, খনিজ সমীক্ষা, উদ্যোগপতি তৈরি ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো উন্নয়নে।

ত্রিপুরা পেয়েছে ৩.৫০ কোটি টাকা। আগরভিত্তিক পণ্যের উৎপাদন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। মণিপুরে সড়ক, বাঁধ, সেতু, কলেজ এবং বারাক হেরিটেজ ফেস্টিভ্যালের পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা মিলেছে। মিজোরামে ফালপুইয়ে গুড় প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র ও ওয়েস্ট ফাইলেংয়ে বাজার পরিকাঠামো উন্নয়নে অর্থ দেওয়া হয়েছে।

বেহাল শিলচর, কালাইন সড়ক, ভাঙারপার তিনআলিতে পথ অবরোধ স্থানীয়দের



শিলচর : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল শিলচর,কালাইন সড়কের অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে শনিবার ভাঙারপার তিনআলিতে পথ অবরোধ করলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ৭ নভেম্বর দুপুর ১২টা নাগাদ শুরু হওয়া এই অবরোধ প্রায় এক ঘণ্টা চলে। এর জেরে সড়কের দু'দিকে যানবাহনের দীর্ঘ সারি তৈরি হয় এবং চরম দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।

ভুবনেশ্বরনগর,শ্রীকোণা জেলা পরিষদ সদস্য ফরিদা পারভিন লস্করের নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটির বেহাল দশা দীর্ঘদিনের। বারবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

সড়কের খানাখন্দ ও ভাঙাচোরা অবস্থার কারণে প্রতিদিন সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পড়ুয়াদেরও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। এমনকি অসুস্থ রোগীদের নিয়ে যাতায়াতকারী অ্যাম্বুল্যান্স-সহ অন্যান্য যানবাহনও বাধার মুখে পড়ছে। দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা না হলে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের।

অবরোধের খবর পেয়ে ভাঙারপার পুলিশ ফাঁড়ির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দিমু চৌধুরী পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন তিনি।

পরে বরখলা,কাটিগড়া টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের মহকুমা সড়ক আধিকারিক (এসডিও) জ্যাকব রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছন। তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন ফরিদা পারভিন লস্কর। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করার দাবি জানিয়ে সময়সীমাও বেঁধে দেন আন্দোলনকারীরা।

জবাবে এসডিও জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন আন্দোলনকারীরা।

তবে ১৫ দিনের মধ্যে সংস্কারের কাজ শুরু না হলে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে অপেক্ষা ও উদ্বেগ রয়েছে।

দীপাবলির পরদিন ৯ নভেম্বর স্থানীয় ছুটি ঘোষণা অসম সরকারের

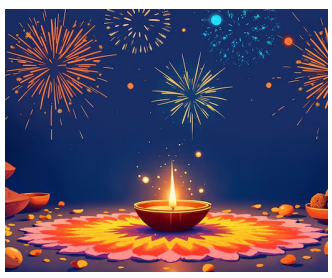

গুয়াহাটি : দীপাবলি উপলক্ষে আগামী সোমবার, ৯ নভেম্বর কামরূপ মহানগর জেলায় স্থানীয় ছুটি ঘোষণা করল অসম সরকার। ওই দিন জেলার সমস্ত রাজ্য সরকারি দফতর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

রাজ্যপালের নির্দেশক্রমে অসম সরকারের সাধারণ প্রশাসন দফতর এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কামরূপ মহানগর জেলার অধীন সমস্ত রাজ্য সরকারি কার্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ছুটি কার্যকর হবে। পাশাপাশি ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্টস আইনের ২৫ নম্বর ধারা এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ১৯৫৭ সালের ৮ জুনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ থাকবে।

উল্লেখ্য, এ বছর ৮ নভেম্বর রবিবার পালিত হচ্ছে আলোর উৎসব দীপাবলি। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে পালিত এই উৎসবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দেবী লক্ষ্মী ও গণেশের পুজো করা হয়। ইতিমধ্যেই ৬ নভেম্বর ধনতেরসের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে পাঁচ দিনের দীপাবলি উদ্যাপন।

এদিকে গুয়াহাটিতে লক্ষ্মীপুজোর নির্দিষ্ট সময় জানতে স্থানীয় পঞ্জিকা অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলে পুজোর শুভ সময়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে।

মণিপুরের কাংপোকপিতে গ্রামে সশস্ত্র হামলা ঘিরে গুলির লড়াই, পৃথক অভিযানে গ্রেফতার তিন জঙ্গি

ইম্ফল : মণিপুরের কাংপোকপি জেলায় গ্রামে সশস্ত্র হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সন্দেহভাজন জঙ্গিদের গুলির লড়াই হল। শনিবার সন্ধ্যায় চাওলওয়া থানার অধীন সংজাং পাখাং খুল গ্রামে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। পরে হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ পার্শ্ববর্তী থংলাং আকুতপা গ্রামের দিক থেকে সশস্ত্র ব্যক্তিরা সংজাং পাখাং খুলে হামলা চালায়। তারা নাগা জঙ্গি সংগঠনের সদস্য বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। খবর পেয়ে মণিপুর রাইফেলস ও ইন্ডিয়ান রিজার্ভ ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাল্টা গুলি চালান। প্রায় ৩০ মিনিটের লড়াইয়ের পর হামলাকারীরা পিছু হটে। তাদের পরিচয় ও হামলার উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

এদিকে শনিবার ইম্ফল পূর্ব ও পশ্চিম জেলায় পৃথক অভিযানে নিষিদ্ধ দুই সশস্ত্র সংগঠনের তিন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে নিরাপত্তাবাহিনী। ইম্ফল পূর্বের সাগোলবন্দ নেপ্রা মেজর লেইকাই থেকে



কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি-পিপলস ওয়ার গ্রুপের (কেসিপি-পিডব্লিউজ) দুই সন্দেহভাজন সদস্য তেকচাম ইবোমচা সিং ও জেলিশ নোংমেইকাপামকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, খুরাই সালানথং সেতু এলাকা থেকে কাংলেই ইয়াওল কান্না লুপের (কেওয়াইকেএল) এক সদস্য ধরা পড়েছে। তোলাবাজির অভিযোগে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, ৩ নভেম্বরের উচ্চপর্যায়ের নিরাপত্তা বৈঠকে নাগরিকদের উপর হামলায় জড়িত সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। হিংসাপ্রবণ এলাকায় যৌথ বাহিনীর তল্লাশি ও গোয়েন্দা-তথ্যভিত্তিক অভিযানও জারি রয়েছে।

ঐক্যবদ্ধ উত্তর-পূর্বই খুলে দিতে পারে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত : মিজোরামের পর্যটনমন্ত্রী

আইজল : পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও অভিন্ন লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলে উত্তর-পূর্ব ভারত উন্নয়নের আরও অনেক উচ্চতায় পৌঁছতে পারে। পৃথকভাবে প্রতিটি রাজ্যই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু সম্মিলিত উদ্যোগে এই অঞ্চলের সামনে আরও বড় সম্ভাবনার দরজা খুলে যেতে পারে। শনিবার মিজোরামের পর্যটনমন্ত্রী লালনঘিংলোভা হামার উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে এই মন্তব্য করেন।



আইজলের কাছে ফালকাওনের ঐতিহ্যবাহী মিজো গ্রাম জোখুয়ায় আয়োজিত 'সেভেন সিস্টার্স কালচারাল মিট ২০২৬'-এর দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সংযোগ রয়েছে। সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও তা কখনও এই অঞ্চলের মানুষের পারস্পরিক বন্ধনকে দুর্বল করতে পারে না।

ভারত ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলাদা করে দেখার প্রবণতার সঙ্গেও দ্বিমত প্রকাশ করেন হামার। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্ব ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশ ও অঞ্চলের পরিচয়কে আলাদা করে দেখার কোনও অবকাশ নেই। আমরা সবাই একই দেশের অংশ;বলে মন্তব্য করেন তিনি।

মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের প্রকৃত শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেন। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্যকে বিভাজনের কারণ না করে পারস্পরিক শক্তিতে পরিণত করা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা প্রতিনিধিদের মিজোরামে স্বাগত জানান পর্যটনমন্ত্রী। সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির যে পরিচয় উঠে এসেছে, তা নিজেদের রাজ্যে ফিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যও তিনি অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান জানান। পাশাপাশি মিজোরামের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে আরও কাছ থেকে জানতে প্রতিনিধিদের ফের রাজ্য সফরের আমন্ত্রণ জানান তিনি।

ইজরায়েলে সরকার গঠনের ডাক আইজেনকোটকের, চাপে নেতানিয়াহু



জেরুজালেম : ইজরায়েলের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিপক্ষ তথা বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকোটকে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিয়ে সরকার গঠনের জন্য তাঁর হাতে রয়েছে ২৮ দিন। প্রয়োজনে আরও ১৪ দিন সময় দিতে পারেন প্রেসিডেন্ট। এই আমন্ত্রণে স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়েছেন বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। তবে প্রেসিডেন্টের ডাক পেলেও প্রধানমন্ত্রীর কুরসিতে বসার পথ এখনও আইজেনকোটের কাছে মসৃণ নয়।

ইজরায়েলের আইনসভা নেসেটের মোট আসন ১২০। সরকার গড়তে প্রয়োজন অন্তত ৬১ জন সাংসদের সমর্থন। নির্বাচনে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। অন্যদিকে, আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোটের ঝুলিতে রয়েছে ৪৮টি আসন। ফলে কোনও পক্ষই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ধারেকাছে পৌঁছতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে সরকার গঠনের চাবিকাঠি হয়ে উঠেছে আরব দলগুলি। তাদের সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৯। ফলে তাদের সমর্থন ছাড়া দুই শিবিরের কোনওটির পক্ষেই প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করা কঠিন।

তবে আরব দলগুলির সমর্থন নেওয়া নিয়েই তৈরি হয়েছে জটিলতা। নেতানিয়াহু কিংবা আইজেনকোট, কেউই প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন গ্রহণে আগ্রহ দেখাননি বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। যদিও আরব দলগুলি আইজেনকোটকে সমর্থনের প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটেই বিরোধী নেতাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আলোচনায়ও আইজেনকোটের পক্ষে তুলনামূলক বেশি সমর্থনের ইঙ্গিত মিলেছে। সংসদের ৬৭ জন সদস্য তাঁকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষে মত জানিয়েছেন। অন্যদিকে, নেতানিয়াহুর পক্ষে মত দিয়েছেন ৪৬ জন সাংসদ। এই হিসাব আইজেনকোটের সম্ভাবনাকে জোরদার করলেও তা চূড়ান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। কারণ, সরকার গঠনের জন্য তাঁকে নেসেটে অন্তত ৬১ জনের সমর্থন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাক্তন সেনাপ্রধান আইজেনকোটকে ঘিরে তাই প্রত্যাশা বাড়লেও শেষ পর্যন্ত তিনি জোটের অঙ্ক মেলাতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী ২৮ দিনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁকে সমর্থন জোগাড় করতে হবে। প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে আরও ১৪ দিন। এই সময়ের মধ্যে সমঝোতা না হলে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আরও বাড়বে।

এই প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টের ভূমিকা মূলত সরকার গঠনের সম্ভাবনা যাচাই করা এবং সংসদীয় সমর্থনের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ স্থির করা। তাই আলোচনার প্রতিটি পর্যায় গুরুত্বপূর্ণ।

মাওবাদমুক্ত বস্তারে জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি প্রধানমন্ত্রী মোদির, 'দিমাগি নকশাল' নিয়ে সতর্কবার্তা

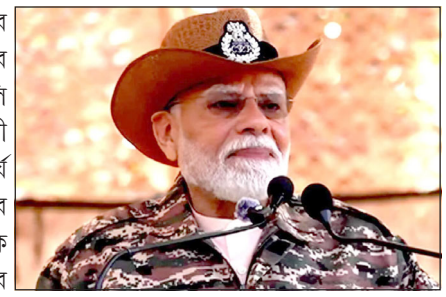

বস্তার : মাওবাদমুক্ত ছত্তিশগড়ের বস্তারে নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে প্রথম দীপাবলি উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁর দাবি, দীর্ঘ কয়েক দশকের লড়াইয়ের পর দেশ নকশালবাদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছে। এই সাফল্যের কৃতিত্ব সরকারের নীতি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর দৃঢ় সংকল্পকে দিয়েছেন তিনি। তবে সশস্ত্র মাওবাদীদের পরাজয়ের পরও 'দিমাগি নকশাল' বা আদর্শগত নকশালদের নিয়ে সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

রবিবার বস্তারে ভাষণ দিতে গিয়ে মোদি বলেন, ২০২৬ সালের দীপাবলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, কয়েক দশক ধরে নকশালবাদ ও মাওবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর এই প্রথম দেশ নকশালমুক্ত দীপাবলি উদযাপন করছে। তাঁর কথায়, দেশের কোটি কোটি মানুষ এখন নকশালবাদের আতঙ্ক থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তবে বিপদ পুরোপুরি কেটে গিয়েছে, এমনটা মনে করার কোনও কারণ নেই।

মাওবাদবিরোধী লড়াইয়ের ভয়াবহ অতীতের কথাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানান, একসময় বছরে প্রায় ২ হাজার মাওবাদী হামলার ঘটনা ঘটত। ২০১০ সালে দান্তেওয়াড়ায় মাওবাদীদের হামলায় ৭৬ জন সিআরপিএফ জওয়ান শহিদ হন। একই বছর আরেকটি ঘটনায় প্রাণ হারান ৪৪ জন নিরীহ নাগরিক। শুধু ছত্তিশগড়েই মাওবাদী দমনে ১ হাজারের বেশি নিরাপত্তাকর্মী শহিদ হয়েছেন বলে জানান তিনি। মোদির অভিযোগ, তৎকালীন সরকার নকশালবাদকে দুরারোগ্য ব্যাধি মনে করে কার্যত উপেক্ষা করেছিল। তাঁর দাবি, ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বছর মাওবাদীদের হাতে নিহত জঙ্গিদের তুলনায় শহিদ জওয়ানদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। তবে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে 'দিমাগি নকশাল' প্রসঙ্গ। তাঁর অভিযোগ, সশস্ত্র নকশালদের পরাজয়ের পর বিভিন্ন সংগঠনে আদর্শগত নকশালদের প্রভাব বেড়েছে।

বিমানে হাইজ্যাকের হুমকি, মাঝপথ থেকে ফিরল ইন্ডিগো

বেঙ্গালুরু : মাঝ আকাশে হাইজ্যাকের হুমকি ঘিরে আতঙ্ক ছড়াল ইন্ডিগোর বেঙ্গালুরু-লখনউগামী বিমানে। শনিবার বিকেল ৫টা ৫০ মিনিটে ১৭৮ জন যাত্রী নিয়ে বিমানটি রওনা দেয়। উড়ানের প্রায় আধ ঘণ্টা পর শৌচালয়ে একটি হাতে লেখা চিরকুট পান এক যাত্রী। তাতে সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি বিমানকর্মীদের জানানো হলে পাইলট বিমান ঘুরিয়ে বেঙ্গালুরুতে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন। নিরাপদে অবতরণের পর যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তবে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। নিরাপত্তা ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিমানটি ফের লখনউয়ের উদ্দেশে রওনা দেয়।

ইউরোপে পাড়ি দিতে গিয়ে আটলান্টিকে নৌকাডুবি, মৃত ২১, নিখোঁজ বহু



ডাকার : ইউরোপে নিরাপদ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হলেন অভিবাসীরা। সেনেগালের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে একটি মাছ ধরার বড় নৌকা ডুবে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু বলে জানা গিয়েছে। জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে মাত্র ছয়জনকে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন বহু যাত্রী। রবিবার সকালেও উদ্ধারকাজ চলছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সেনেগালের সেন্ট লুই থেকে স্পেনের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন প্রায় ৫২ জন। একটি বড় মাছ ধরার নৌকায় চেপে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। শনিবার গভীর রাতে ডাকারের উত্তরে লুমপুলের কাছে আচমকাই উল্টে যায় নৌকাটি। কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সামুদ্রিক ঝড়ের কারণে নৌকাটি ডুবে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সেনেগালের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এখনও পর্যন্ত ২১ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ছয়জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে স্থানীয় সূত্রের অনুমান, তাঁদের অধিকাংশই লেওনা ও থিয়েপ্পে এলাকার বাসিন্দা।

উল্লেখ্য, সেনেগাল, গাম্বিয়া, মৌরিতানিয়া, পশ্চিম সাহারা ও মরক্কোর উপকূল থেকে প্রতিবছর বহু মানুষ বিপজ্জনক সমুদ্রপথে ইউরোপে পৌঁছনোর চেষ্টা করেন। পশ্চিম আফ্রিকা-আটলান্টিক রুট নামে পরিচিত এই পথে স্পেনে পৌঁছনোর আশায় অভিবাসীরা প্রায়ই অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাই সাধারণ নৌকায় দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা করেন। ফলে প্রায়ই ঘটে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা।

এদিকে, গত শুক্রবার এই একই রুটে ইউরোপের উদ্দেশে যাত্রা করা ১৪২ জন অভিবাসীকে আটক করে সেনেগালের সামরিক বাহিনী। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের শরীরে পোড়ার ক্ষত ছিল। দমকল ও বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কর্মীরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠান। বাকিদের নিয়ে যাওয়া হয় কেয়ুর মাসার জেন্ডারমেরি দপ্তরে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে ইউরোপে পৌঁছনোর বিপজ্জনক প্রবণতা যে এখনও থামেনি, পরপর এই ঘটনাগুলি ফের তা সামনে আনল।

৮ দিনে ১০১ কোটির মাদক নষ্ট, মাদকমুক্ত বাংলা গড়তে 'জিরো টলারেন্স' শুভেন্দুর



কলকাতা : মাদকমুক্ত বাংলা গড়তে উদ্যোগী রাজ্য প্রশাসন। বালুরঘাটে গিয়ে নিজে মাদক নষ্ট করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুলিশও নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত আট দিনে ১০১ কোটি টাকার মাদক নষ্ট করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৬৪ কোটি টাকার মাদক। গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৭৮ জন।

সোশাল মিডিয়ায় শুভেন্দু লেখেন, 'মাদকের অবৈধ কারবার রুখতে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।' মাদকমুক্ত বাংলা গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসন গত ৩১ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত ঠিক কী কী করেছে, তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিসংখ্যান বলছে, ১০১ কোটি টাকার মাদক নষ্ট করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ৬৪ কোটি টাকার মাদক। গ্রেপ্তার হয়েছে ৩৭৮ জন। এছাড়া বেআইনি গাঁজা চাষ রুখতেও তৎপর প্রশাসন। মোট ৩০০ বিঘা গাঁজা নষ্ট করা হয়েছে। যার পরিমাণ আনুমানিক ১০ হাজার কেজি। মোট ১১০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তবে শুধু ধরপাকড়েই থেমে নেই প্রশাসন। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে রাজ্যে মাদক বিরোধী ২১৫টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। আর সে কারণে পুলিশকর্মীদের প্রশংসাও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বেলগাছিয়ার তারাশংকরী পীঠ : নবমুণ্ডি আসন, মণিকর্ণিকার অগ্নি ও ধামরাইয়ের যশোমাধবের ইতিহাস

উত্তর কলকাতার বেলগাছিয়া। চারপাশে নাগরিক ব্যস্ততা, রেল কলোনির পরিচিত পরিবেশ। অথচ এই চেনা শহুরে পরিসরের মধ্যেই রয়েছে এক বিশেষ সাধনপীঠ, যার ইতিহাসে মিশে আছে তন্ত্রসাধনা, নবমুণ্ডি আসন, কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের অগ্নি, দেশভাগের স্মৃতি এবং পূর্ববঙ্গের কয়েক শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্য। বেলগাছিয়ার দক্ষিণদাঁড়ি রেলওয়ে কলোনির ১৪৩ ও ১৪৪ নম্বর ঠিকানায় অবস্থিত তারাশংকরী পীঠ তাই নিছক একটি মন্দির নয়। একই প্রাঙ্গণে এখানে পূজিত হন শক্তিরূপিণী মা তারাশংকরী, বৈষ্ণব আরাধ্য শ্রীশ্রী যশোমাধব এবং শৈব পরম্পরার বাবা মহাকাল ভৈরব।

এই পীঠের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে যোগীরাজ শ্রীশ্রী পরেশচন্দ্র রায়মৌলিক এবং তাঁর সহধর্মিণী যোগমাতা অঞ্জলি রায়মৌলিকের সাধনজীবনের সঙ্গে। ১৯৫৪ সালে তাঁদের উদ্যোগে একটি ছোট্ট টিনের চালাঘরে মা কালীর নিত্যপূজা শুরু হয়। পরের বছর, ১৯৫৫ সালে, সেখানে নির্মিত হয় পাকা মন্দির। ১৯৫৮ সালে তন্ত্রপদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় দেবী তারার বিগ্রহ। ক্রমে এই উপাসনাকেন্দ্র স্বতন্ত্র তন্ত্রসাধনাপীঠ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

তারাশংকরী পীঠের প্রধান আরাধ্যা দেবী মা তারা। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা হিসেবে পূজিতা হন তিনি। একজটা, উগ্রতারা ও নীলসরস্বতী;এই তিন বিশেষ রূপে এখানে দেবীর আরাধনা হয়। নীলবর্ণা দেবীর হাতে রয়েছে পদ্ম, করোটি, খড়্গ-সহ বিভিন্ন অস্ত্র। তিনি শিবের উপর দণ্ডায়মান। দেবীর ভৈরব অক্ষোভ্য ভৈরব।

এই মন্দিরের অন্যতম বিশেষত্ব গর্ভগৃহে থাকা নবমুণ্ডি আসন। মন্দিরের প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠাতা যোগীরাজ ও যোগমাতা এই আসনে বসেই দেবীর সাধনা করতেন। তন্ত্রসাধনার বিভিন্ন ধারায় মুণ্ডাসন ও শ্মশানসাধনার উল্লেখ রয়েছে। এর অন্তর্নিহিত দর্শনে মৃত্যু, অনিত্যতা, ভয় ও অহংকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মিক উপলব্ধির কথা বলা হয়। সাধকের কাছে শ্মশান কেবল মৃত্যুর স্থান নয়, জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রও। সংসার, সম্পদ কিংবা ক্ষমতা; কোনও কিছুই চিরস্থায়ী নয়, এই বোধই সাধনার অন্যতম উপলব্ধি।



এখানে প্রতিদিন তন্ত্রমতে দেবীর পূজা হয়। সন্ধ্যা সাতটায় অনুষ্ঠিত হয় মা তারাশংকরীর আরতি।

তারাশংকরী পীঠের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য গর্ভগৃহে সংরক্ষিত অগ্নিকুণ্ড। মন্দিরের প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট থেকে আনা অগ্নি এখানে প্রজ্বলিত রয়েছে। গঙ্গার তীরে অবস্থিত মণিকর্ণিকা ঘাট হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মহাশ্মশান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ঘাটকে মুক্তিক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

সেই মণিকর্ণিকার অগ্নিকে বেলগাছিয়ার গর্ভগৃহে বহন করে আনার কাহিনি পীঠের ইতিহাসে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। সাধনপরম্পরায় আগুনকে শুদ্ধি, ত্যাগ, শক্তি ও রূপান্তরের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। তবে এই অগ্নির সূচনাকাল নিয়ে মন্দিরের বিবরণে একাধিক মত রয়েছে। কোথাও ঊনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখ রয়েছে, আবার অন্য বিবরণে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের কথা বলা হয়েছে। ফলে এর সুনির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়কাল নিয়ে আরও তথ্য যাচাইয়ের অবকাশ রয়েছে।

তারাশংকরী পীঠের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শ্রীশ্রী যশোমাধবের উপাসনা। দেবী তারার তন্ত্রসাধনার পাশাপাশি এখানে বৈষ্ণব উপাসনার যে ধারা রয়েছে, তার শিকড় বাংলাদেশের ধামরাইয়ের প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যে।

লোককথা অনুযায়ী, পালবংশের শেষদিকের রাজা যশোপাল একদিন রাজহস্তীতে চড়ে যাওয়ার সময় একটি মাটির ঢিবির সামনে বাধার মুখে পড়েন। বহু চেষ্টা করেও হাতিটিকে সরানো সম্ভব হয়নি। পরে ওই জায়গা খনন করে একটি বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার করা হয়। ধামরাইয়ের পণ্ডিত রামজীবন রায় বিগ্রহটির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা করেন। রাজা যশোপালের নাম অনুসারেই দেবতার নাম হয় শ্রীশ্রী যশোমাধব।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলা ১০৭৯ সাল থেকে ধামরাইয়ে যশোমাধবের রথযাত্রার প্রচলন বলে উল্লেখ করা হয়। কয়েক শতাব্দী ধরে এই উৎসব এলাকার ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। রথকে কেন্দ্র করে বসত মেলা, চলত কীর্তন ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কিন্তু ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এই ঐতিহ্যে গভীর আঘাত হানে। প্রচলিত বিবরণ অনুযায়ী, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণে মূল বিগ্রহ ক্ষতিগ্রস্ত ও অপবিত্র হয় এবং ঐতিহাসিক রথেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ভক্তসমাজের উদ্যোগ ও ভারতীয় হাইকমিশনের সহযোগিতায় বিগ্রহ পুনরুদ্ধার এবং রথ পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধামরাইয়ের যশোমাধবের সঙ্গে বেলগাছিয়ার যোগসূত্র তৈরি হয় যোগীরাজ পরেশচন্দ্র রায়মৌলিকের পারিবারিক ইতিহাসের মধ্য দিয়ে। তাঁকে পণ্ডিত রামজীবন রায়ের সরাসরি বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পরিবার কলকাতায় চলে এলেও পূর্ববঙ্গের ধর্মীয় ঐতিহ্য তাঁদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়নি। যশোমাধব তাঁদের কাছে ছিলেন পূর্বপুরুষের স্মৃতি এবং ধামরাইয়ের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের প্রতীক।

এই বিশ্বাস থেকেই যোগীরাজ ও যোগমাতা কলকাতায় যশোমাধবের উপাসনা প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন। তাঁদের উদ্যোগে শুরু হয় এক কোটি তুলসিপাতা নিবেদনের বিশেষ সাধনা। অবশেষে ১৯৭৮ সালের মাঘী পূর্ণিমায় সেই সংকল্প পূর্ণ হলে বেলগাছিয়ার তারাশংকরী পীঠে প্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী যশোমাধবের বিগ্রহ। বিগ্রহের দুই পাশে রয়েছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সঙ্গে রয়েছেন কানাই ও বলাই। এখানে প্রতিদিন বৈষ্ণব রীতিতে পূজা হয়। মাঘী পূর্ণিমা, রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমী বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়।

এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে দেশভাগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকও রয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা বহু পরিবারের সঙ্গে স্থানান্তরিত হয়েছিল পারিবারিক উপাসনা, দেবদেবীর স্মৃতি এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা ধর্মীয় ঐতিহ্য। বেলগাছিয়ায় যশোমাধবের প্রতিষ্ঠা সেই হারিয়ে যাওয়া উত্তরাধিকারের ধারাকে নতুন করে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস।

তারাশংকরী পীঠের অন্যতম প্রধান বার্ষিক আকর্ষণ যশোমাধবের রথযাত্রা। প্রতি বছর রথযাত্রার দিন সুসজ্জিত রথে দেবতাকে নিয়ে যাওয়া হয় বেলগাছিয়ার মন্দির থেকে হাতিবাগানে, স্টার থিয়েটারের বিপরীতে অবস্থিত মাধববাড়িতে। সেখানে নয় দিন ধরে চলে নিত্যপূজা, আরতি, কীর্তন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উলটোরথের দিন তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় মূল মন্দিরে।

রথের দিন ভক্তরা যশোমাধবের চরণ স্পর্শের সুযোগ পান। রথের রশি টানতে বিভিন্ন বয়স ও সামাজিক অবস্থানের মানুষ একত্রিত হন। কেউ মানত পূরণ করতে আসেন, কেউ প্রার্থনা জানাতে, আবার কেউ পূর্বপুরুষের স্মৃতিবাহী ঐতিহ্যের অংশ হতে চান। ধামরাইয়ের মাটি থেকে কলকাতার রাজপথ;এই যাত্রাপথ ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি ইতিহাস ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতারও প্রতীক।

মা তারাশংকরী ও যশোমাধবের পাশাপাশি এই পীঠের তৃতীয় আরাধ্য বাবা মহাকাল ভৈরব। ১৯৮৪ সালের মকর সংক্রান্তিতে যোগীরাজ ও যোগমাতা তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ছয় হাতবিশিষ্ট এই বিগ্রহের হাতে রয়েছে খড়্গ, ত্রিশূল, কপাল, চক্র এবং ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ডের প্রতীক। একটি হাত ভক্তদের অভয়দান করছে। মাথায় পাঁচটি মানবমুণ্ডের মুকুট এবং শরীরে সর্পালংকার। বিগ্রহের চারপাশে স্থাপন করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর ভেড়াঘাট থেকে আনা বারোটি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ।



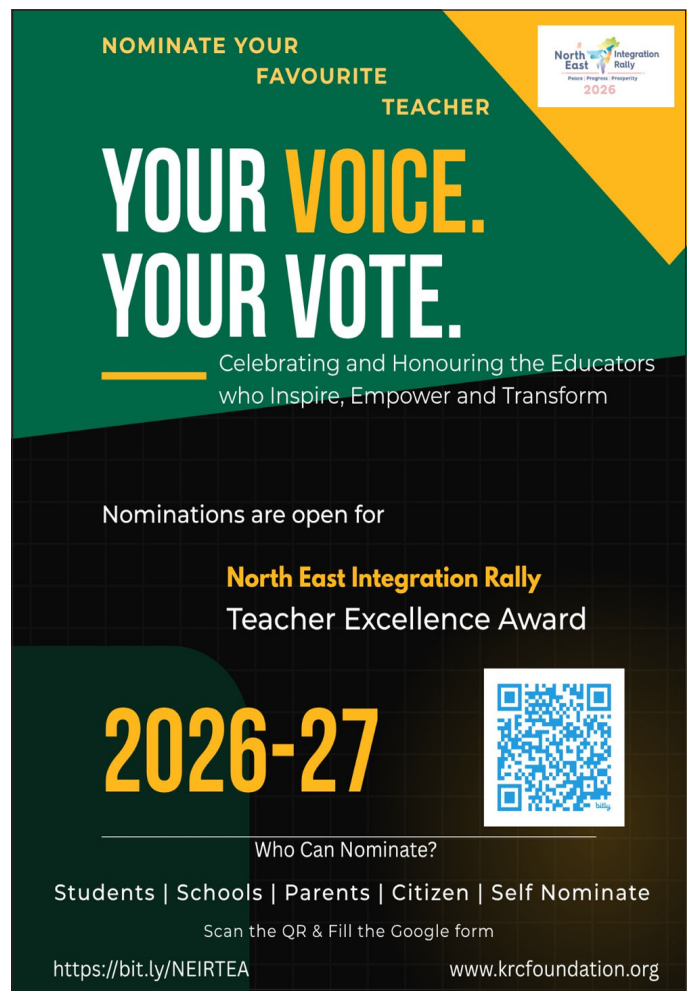

প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

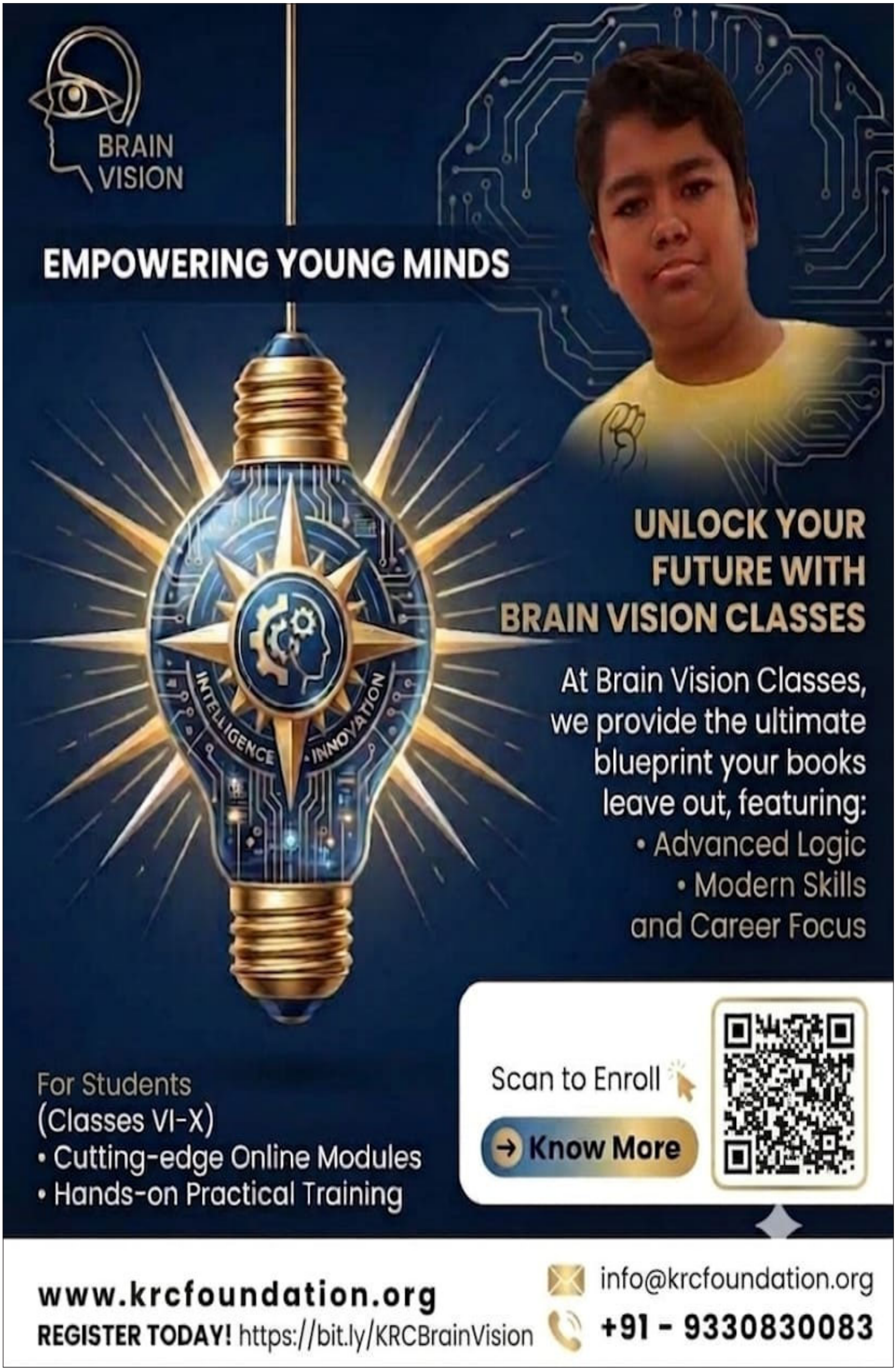
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard